কুষ্টিয়ার খোকসায় গড়াই নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় গড়াই নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলার বনগ্রাম খেয়াঘাট-সংলগ্ন এলাকায় নদের পানিতে মরদেহটি ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেন।

পরে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত ওই ব্যক্তির পরনে ছিল কফি রঙের হাফহাতা শার্ট। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দু-তিন দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ এবং ওই ব্যক্তির পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা জাকির হোসেন বলেন, মরদেহটি নদী থেকে উদ্ধার হওয়ায় এ বিষয়ে নৌ পুলিশ তদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কালীগঙ্গা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় রাফিদ হাসান কনক নামে এক শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার (২৭ জুন) সকালে উপজেলার লালন শাহ মাজার মাঠ-সংলগ্ন কালীগঙ্গা নদীর রানীঘাট এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত রাফিদ হাসান কনক কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের কায়ুম আলীর ছেলে। তিনি একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে লালন শাহ মাজার মাঠ-সংলগ্ন কালীগঙ্গা নদীর রানীঘাট এলাকায় ভাসমান অবস্থায় কনকের মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জামাল উদ্দিন জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রতিবন্ধী যুবকটি কোনো কারণে নদীর কিনারায় পানিতে নামেন। সাঁতার না জানায় তিনি পানিতে ডুবে মারা যেতে পারেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় তামাক ক্ষেতে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার গোপালপুর গ্রামের একটি তামাক ক্ষেতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় স্বামী পরিত্যক্তা এক নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার দলিয়ারপুর গ্রামের মৃত শরিফ উদ্দিনের তামাক ক্ষেতের ভেতর থেকে ওই মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত নারী জোবেদা খাতুন (৪৫)। তিনি দলিয়ারপুর গ্রামের মৃত তুফান হোসেনের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে জোবেদা খাতুন ঘাস কাটতে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। ইফতারের সময় হয়ে গেলে

পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয়রা তাকে খুঁজতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে গোপালপুর গ্রামের মাঠের একটি তামাক ক্ষেতের মধ্যে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় তার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) আকতার হোসেন জানান, সকালে ঘাস কাটতে গিয়ে ওই নারী আর বাড়ি ফেরেননি। পরে স্থানীয়রা তামাক ক্ষেতের মধ্যে তার হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পান। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

এদিকে খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। তিনি জানান, ঘটনাটি সম্পর্কে শুনেছি। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর বিস্তারিত বলা যাবে।

স্থানীয়দের ধারণা, ধর্ষণের পর অথবা ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে।

কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে নিখোঁজ দুই শিশুর একজনের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার গড়াই নদীতে গোসলে নেমে নিখোঁজ হওয়া দুই শিশুর মধ্যে তাইবা (৭) নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। অপর শিশুকে উদ্ধারে নদীতে তল্লাশি কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

রোববার (৮ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকা থেকে নিখোঁজের প্রায় ১৯ ঘণ্টা পর তাইবার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত তাইবা একই এলাকার ফারুকের মেয়ে। এ ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছে একই এলাকার সোহেলের মেয়ে সুরাইয়া (৮) নামে আরেক শিশু।

নিহত তাইবা ও নিখোঁজ সুরাইয়া দুজনই ওসমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাইবার মরদেহ উদ্ধারের পর থেকে তার পরিবারের সদস্য ও স্বজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার দুপুরে ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকায় চার শিশু নদীতে গোসলে নামে। তারা সাঁতার কেটে মাঝনদীতে জেগে ওঠা চরের দিকে যাওয়ার সময় স্রোতের মুখে পড়ে যায়। এ সময় খেয়াঘাটে থাকা নৌকার মাঝিরা সামিয়া ও সুমাইয়া নামে দুই শিশুকে জীবিত উদ্ধার করলেও তাইবা ও সুরাইয়া পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়। এদিকে নিখোঁজ শিশুর সন্ধানে নদীর তীরে ভিড় করছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।

খোকসা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইউনিট কর্মকর্তা রওশন আলী জানান, নিখোঁজ দুই শিশুর মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অপর শিশুকে উদ্ধারে ডুবুরি দল ও স্থানীয় জেলেরা নদীর বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছেন।

হারিণাকুণ্ডুতে নিখোঁজের ১২ ঘন্টা পর যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নে নিখোঁজের ১২ ঘন্টা পর জসিম উদ্দিন (৩০) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ১২টার দিকে উপজেলার টেংরাখালির মাঠের একটি ভুট্টাক্ষেত থেকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত জসিম উদ্দিন দৌলতপুর গ্রামের মোক্তার আলীর ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরের দিকে ঘাস কাটার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন জসিম উদ্দিন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত

হলেও তিনি বাড়িতে ফিরে না আসায় স্বজনরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

ওই দিন রাত পোনে ১২টার দিকে টেংরাখালির মাঠের একটি ভুট্টাক্ষেতে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহতের প্রতিবেশী জহিরুল ইসলাম জহির জানান, মরদেহের গলায় ফাঁসের দাগ ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। স্থানীয়দের ধারণা, তাকে মারধর করে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া হাসান জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি হত্যাকান্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর তদন্ত সাপেক্ষে বিস্তারিত জানা যাবে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান।

গাংনীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা, মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা হাজিপাড়া মাঠের পেঁপে বাগান থেকে তপন (২৮) নামে এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে ধারালো দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে ভবানীপুর ক্যাম্প পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। নিহত তপন হাড়াভাঙ্গা মোল্লাপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে। তার একটি ১২ বছরের ছেলে সন্তান রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার দিন সকালে কৃষকরা জমিতে কাজ করতে গিয়ে পাশের পেঁপে বাগানে এক যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর

দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তপন মাদক পাচারকারী হিসেবে এলাকায় চিহ্নিত। মাদক ব্যবসার বিরোধের জের ধরে রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে গেছে বলে জানান তারা।

নিহত তপনের স্ত্রী রুপা খাতুন বলেন, একটি ফোন পেয়ে রাত ৯টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। রাতে অনেকবার ফোন দিলেও ফোন বন্ধ ছিল। পরে সকালে তার লাশের খবর পায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার আকাশ বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি। লাশ উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, কে বা কেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে তা তদন্ত চলছে। নিহত যুবক মাদকের সঙ্গে জড়িত ছিল কিনা, তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আছে কিনা সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।